ভোরের কাগজ

তারিখ ... NOV. 09 2002
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির সঙ্গে মতবিনিময়কালে শেখ হাসিনা

সেনা অভিযানে কেন মানুষ মারা গেছে তা জাতিকে জানাতে হবে

কাগজ প্রতিবেদক : আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা সেনা অভিযানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ এনে বলেছেন, সেনা হেফাজতে এ পর্যন্ত কেন ২২ জন মানুষ মারা গেছে এবং কারা তাদের মারলো তা জাতিকে জানাতে হবে। আমরা এটা সহ্য করবো না। এটা বন্ধ করতে হবে। তিনি বলেন, সন্ত্রাস দমনে সেনাবাহিনী নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারছে না। প্রধানমন্ত্রী, তার পুত্র এবং মন্ত্রীরা সেনাবাহিনীর কাজে হস্তক্ষেপ করছে। অস্ত্রসহ সন্ত্রাসীদের ধরে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। তিনি সেনাবাহিনীকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, নিরপেক্ষভাবে কাজ করলে আমরা সেনাবাহিনীকে সহায়তা করবো।

গতকাল বিকালে বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ দলীয় কার্যালয়ে মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির সঙ্গে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় শেখ হাসিনা প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন। এ সময় প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুস সামাদ আজাদ, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান, প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুল জলিল এবং সাবেক মেয়র মোহাম্মদ হানিফ উপস্থিত ছিলেন।

শেখ হাসিনা বলেন, সেনাবাহিনী অভিযানের প্রথম ৪/৫ দিন নিরপেক্ষভাবে কাজ করেছে। এখন প্রধানমন্ত্রী, তার পুত্র এবং মন্ত্রীরা তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করছে। নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে গেলে সেনাবাহিনীকে 'ওপরের চাপ'-এর সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তিনি বলেন, সন্ত্রাস দমনে আমরা সেনাবাহিনীকে সহায়তা করতে চাই। কিন্তু তাদের হাতে ২২ জন মারা যাবে কেন? কাদের কথায় তাদের মারা হলো। আর যাদের মারা হলো, তাদের কাছ থেকে রাঘব-বোয়ালদের নাম ফাঁস হয়ে যাবে বলেই কি তাদের মারা হলো? তিনি বলেন, সেনাবাহিনীকে গ্রেপ্তারের জন্য বলা হয়েছে, কাউকে হত্যার অধিকার সেনাবাহিনীকে দেওয়া হয়নি।

গতকাল মাদ্রাসা শিক্ষকদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন শেখ হাসিনা —ভোরের কাগজ

সেনাবাহিনীকে কারো হস্তক্ষেপবিহীন সত্যিকারভাবে সন্ত্রাস দমন করতে হবে। বিরোধীদলীয় নেত্রী বলেন, সরকার এই রোজা-রমজান মাসে কিভাবে টাটকা মিথ্যা কথা বলে দেখুন। আমরা নাকি সন্ত্রাস করছি। তাই সেনাবাহিনী নামানো হয়েছে। আমরা তো ক্ষমতা থেকে আসার পর এই সরকার গত ১৩ মাসে ৪৫ হাজার সন্ত্রাসীকে জেল থেকে ছেড়ে দিয়েছে। এটা করেছে আওয়ামী লীগকে দেশ থেকে নিশ্চিহ্ন করতে।

প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করে বিরোধীদলীয় নেত্রী বলেন, আমরা নাকি সন্ত্রাস করতে সবাইকে অস্ত্রের লাইসেন্স

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

সেনা অভিযানে কেন মানুষ মারা

● শেষের পাতার পর

দিয়েছি। আমাদের লাইসেন্সগুলো তো গত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করে দিয়েছে। আর আমাদের আমলে দেশের কোনো কোনো এলাকায় সন্ত্রাস হয়েছে। এতে কষ্ট পেয়েছে বড়োজোর ৫ হাজার মানুষ। কিন্তু এই সরকার সন্ত্রাস সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছে। এমন কোনো এলাকা নেই, যে এলাকার মানুষ সন্ত্রাসের শিকার হয়নি।

তিনি দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কথা উল্লেখ করে বলেন, আমাদের আমলে রোজার সময় জিনিসপত্রের এরকম দাম তো ছিল না। ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে ছিল। এখন ৫০ পয়সা বা ১ টাকা কমিয়ে বাহবা নিতে পারবেন না। দ্রব্যমূল্য আমাদের আমলের সমান আনুন।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ অপপ্রচারের শিকার। তারা বলেন, আমরা নাকি ইসলামবিরোধী। আমার দাদী নাকি হিন্দু ছিল। অথচ আমরা হলাম সুফি বংশ। আমার দাদী পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন। এমনকি আপনারা দেখবেন, সংসদ অধিবেশন চলাকালে আজান পড়লে কয়জন বিএনপির এবং কয়জন আওয়ামী লীগ দলীয় সাংসদ নামাজ পড়তে যান। এরপরও তাদের কাছে ইসলাম নাকি হেফাজতে থাকে। আওয়ামী লীগের কাছে থাকে না। আসলে ধর্ম নিয়ে আমরা তো তাদের মতো মিথ্যা বলতে পারি না। তারা মিথ্যাচারে পারদর্শী। তাদের মিথ্যাচারে আমরা মার খেয়ে যাচ্ছি। তিনি বলেন, এদেশের অধিকাংশ মানুষ মুসলমান। কিন্তু এখানে অন্য ধর্মের মানুষও আছে। সবার সমান অধিকার আছে। পবিত্র কুরআন এবং হজরত মোহাম্মদও (স.) তাই বলেছেন। শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মাদ্রাসা বোর্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন গঠনসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন। আমরা গত সরকার আমলে ৩ হাজার ২৪৩টি মাদ্রাসার স্বীকৃতি দিয়েছি, ইমাম-মোয়াজ্জিনদের জন্য ৩ কোটি টাকা নিয়ে কল্যাণ ফান্ডসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছি।

অনুষ্ঠানে মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির মহাসচিব মাওলানা মোসলেহ উদ্দিন এবং মাওলানা সাইফুল ইসলামও বক্তব্য রাখেন। সমিতির সাধারণ সম্পাদক বলেন, জামাতে ইসলামী এদেশের জন্য বিষ। তারা ইসলামের নামে নকশাল। মাওলানারা সোচ্চার হলে এই স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি এই দেশে থাকবে না।